যুগান্তর

তারিখ 17 NOV 2013
পৃ ৪ কলাম ২

ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশ

যারা এক্ষেত্রে ব্যর্থ হবে, তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপই কাম্য।

বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুল-কলেজে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। ইতিমধ্যেই অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। প্রতিবছর ভর্তি নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। ফরম-সংগ্রহ থেকে শুরু করে পরীক্ষায় অংশ নেয়া, ভর্তির সুযোগ পাওয়া, ভর্তি হওয়া— সব প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে পোহাতে হয় বিড়ম্বনা। সবচেয়ে উদ্বেগজনক, প্রতিবছরই রাজধানীর নামিদামি স্কুলগুলোতে চলে ভর্তিবাণিজ্য। আইডিয়াল, ভিকারুননিসা, মনিপুরসহ রাজধানীর বেশ কিছু স্কুলে মোটা অংকের ডোনেশন নিয়ে ভর্তিবাণিজ্য চলে বলে অভিযোগ রয়েছে। গত বছর এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নানা খাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে অভিভাবকদের জিম্মি করে। মন্ত্রণালয় এই অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়। না দিলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বাদ দেয়া হবে বলে কড়া হুমকিও দেয়া। কিন্তু আদায় করা সেই অতিরিক্ত অর্থ অভিভাবকরা ফেরত পেয়েছেন বলে জানা যায়নি।

বস্তুত বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলো শিক্ষাকে রীতিমতো পণ্যে পরিণত করেছে। এর মাশুল দিতে হচ্ছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের। এ অবস্থা কোনোমতেই মেনে নেয়া যায় না। সরকার ২০১১ সালের ডিসেম্বরে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা করে দিয়েছে। এতে ঢাকা মহানগরীতে ভর্তির জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার, ঢাকার বাইরে অন্যান্য মহানগরীতে সর্বোচ্চ তিন হাজার এবং পৌর এলাকায় দুই হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ নীতিমালা লংঘন করলে তাদের এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে। তারপরও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে। এ প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের পরিচালক ফরিদা ইয়াসমিন ২০১২ সালের জানুয়ারিতে হাইকোর্টে রিট করেন। বৃহস্পতিবার রিটটির ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে আবেদনটির নিষ্পত্তি করে রায় প্রদান করা হয়। এতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি নীতিমালা-২০১১ অনুসরণের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। আরও আশার কথা, বেসরকারি স্কুল-কলেজে বাড়তি ফি আদায়ের বিষয়টি উচ্চ আদালতের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণে থাকবে বলে জানিয়েছেন হাইকোর্ট। আমরা মনে করি, এক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর অভিভাবকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। যাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা বা চাওয়া হবে, তাদের উচিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিষয়টি সরকার ও আদালতকে জানানো। আমরা আশা করব, বেসরকারি স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলবে। যারা এক্ষেত্রে ব্যর্থ হবে, তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপই কাম্য। এ কক্ষে গত বছর যে শৈথিল্য লক্ষ্য করা গেছে, এবার যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ভর্তি নিয়ে সব ধরনের হয়রানিরই অবসান ঘটাতে হবে। এটা ঠিক, সব অভিভাবকই চান তাদের সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তি করাতে। চাহিদা অনুপাতে মানসম্পন্ন স্কুল কম বলেই যত বিপত্তি। সেক্ষেত্রে বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোর মান বাড়ানোর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন কোনোক্রমেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়, লক্ষ্য রাখতে হবে সেদিকেও।